সাব-এজেন্ট নিবন্ধন

তৃণমূল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক অভিবাসী কর্মী সংগ্রহে সাব-এজেন্ট নিয়মিতকরণের তিনটি মডেল

তাসনিম সিদ্দিকী

RMMRU

ইউকেএইড সমর্থিত এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল পরিচালিত প্রকাশ প্রোগ্র্যামের আওতায় রামরু'র
ফেয়ারার লেবার মাইগ্রেশন প্রকল্প

সাব-এজেন্ট নিবন্ধন

তৃণমূল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক অভিবাসী কর্মী সংগ্রহে সাব-এজেন্ট নিয়মিতকরণের তিনটি মডেল

তাসনিম সিদ্দিকী
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে দালালদের সকল অকর্মের হোতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে রামরু'র একটি সাম্প্রতিক গবেষণা প্রমাণ করে যে, বর্তমান রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়ায় দালাল একটি অপরিহার্য অংশ। দালালরা অভিবাসন প্রত্যাশীদের যে ১৭টি সেবা প্রদান করে চলেছে তা এই সমীক্ষাটির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। দালাল কর্তৃক সেবা প্রদান ছাড়া তৃণমূল থেকে অভিবাসী কর্মী রিক্রুটমেন্ট অসম্ভব। এ কারণেই দালাল সম্পর্কিত সাম্প্রতিক প্রকাশনায় রামরু "দালাল" শব্দটি প্রতিস্থাপন করে প্রতিনিধি/সাব-এজেন্ট/তৃণমূলে অভিবাসী কর্মী সংগ্রহকারী ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহারের সুপারিশ করে। সাব-এজেন্ট উপাধিটি শ্রম অভিবাসন নিয়ে কাজ করা অধিকাংশের কাছেই পরিচিত। সুতরাং, এই প্রতিবেদনে আমরা সাব-এজেন্ট শব্দটি ব্যবহার করব। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাব-এজেন্টরাই অভিবাসন সম্পর্কিত তথ্যের প্রধান উৎস। তারা তাদের নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে ওয়ার্ক পারমিট বা ভিসা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কর্মীদের সহায়তা করে থাকেন। সাব-এজেন্টরা যেসব ক্ষেত্রে সেবা দিয়ে সহায়তা করে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান, ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা প্রদান, সরকারী প্রয়োজনে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও পাসপোর্ট প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা প্রদান, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া, অভিবাসীর নিকট হতে অভিবাসন ব্যয়ের অর্থ সংগ্রহ করা, প্রস্থান-পূর্বক ব্রিফিং সেন্টারগুলোয় যাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষায় সহায়তা প্রদান, ঢাকায় পৌঁছাবার ক্ষেত্রে অভিবাসীদের সহায়তা প্রদান, স্কিল টেস্ট সেন্টারে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান, বিএমইটি প্রদত্ত স্মার্ট কার্ড গ্রহণে সহায়তা প্রদান, ফিঙ্গার প্রিন্টিং-এ সহায়তা প্রদান, বিমানের টিকিট প্রাপ্তি, বিমানবন্দরে পৌঁছানো এবং এমনকি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রেও সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি। গন্তব্য দেশগুলোতে অভিবাসীরা প্রতারণা বা নিষ্ঠুরতার স্বীকার হলে অথবা, যথাযোগ্য কাজ না পেলে তা সমাধানের জন্য যোগাযোগের প্রথম কেন্দ্র হিসেবে সাব-এজেন্টরা ভূমিকা পালন করে থাকেন। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ফিরে আসার ক্ষেত্রে, অভিবাসীরা সাব-এজেন্টদের মাধ্যমে তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন সরকারের আমলে সাব-এজেন্ট পদ্ধতিটি বাতিল করার চেষ্টা হয়ে আসছে। ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনেও প্রতিনিধি বা সাব-এজেন্টদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কোনো বিধান রাখা হয়নি। তবুও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো অনানুষ্ঠানিকভাবে সাব-এজেন্টদের সেবা গ্রহণ করে আসছে। এ ধরণের অপ্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে সরকার, নাগরিক সমাজ এবং শিক্ষাবিদরা অসাধু এজেন্সিগুলোর এবং সাব-এজেন্টদের প্রতারণা করার সুযোগ তৈরীর অন্যতম একটি উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (সিদ্দিকী এবং আবরার, ২০১৯)। রামরুর গবেষণায় (২০১৭) আরও দেখান হয়েছে যে, প্রতিবছর

১৯% অভিবাসন প্রত্যাশী সাব-এজেন্টদের মাধ্যমে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে আংশিক বা পূর্ণ অভিবাসন খরচ প্রদান করেও বিদেশ যেতে পারেন না। সিদ্দিকী এবং আবরার (২০১৯)-এর গবেষণায় দেখান হয়েছে যে, প্রতি বছর এ ধরনের জালিয়াতি এবং অস্বচ্ছতার কারণে প্রতারিত অভিবাসীরা প্রায় ২৭০৬.২ কোটি টাকার লোকসান এর শিকার হচ্ছেন। সুশীল সমাজ যুগ-যুগ ধরে এ ধরণের অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছেন।

সর্বশেষ ২০১৭ সালে *ফেয়ারার লেবার মাইগ্রেশন* প্রকল্পের অধীনে রামরু, ওয়ারবে ডিএফ, বোমসা, ইপসা, আইআইডি-এর মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালু করা হয়। অভিবাসন বিষয়ক *পার্লামেন্টারি ককাস*-কে নিয়মিতকরণ ও একত্রিকরণের লক্ষ্যে গবেষণা, পলিসি অ্যাডভোকেসি এবং সাব-এজেন্টদের দাবিকে তুলে ধরার মাধ্যমে এই সংগঠনগুলো সাব-এজেন্টদের বৈধ করার জন্য জনমত তৈরি করেছে। পরিশেষে অভিবাসন সম্পর্কিত *পার্লামেন্টারি ককাস* সাব-এজেন্টের কার্যক্রমগুলোকে আইনি কাঠামোয় আনার ক্ষেত্রে তাদের সহনীতি-নির্ধারকদের একমত করাতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সাব-এজেন্টদের-কে আইডি কার্ড প্রদানের নির্দেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আইনি দলিলাদি বিশ্লেষণ করে এটা বোঝা যায় যে, ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের বিধান অনুযায়ী সাব-এজেন্টরা নিবন্ধিত হতে পারেন/ ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের অধীনে সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন করা যেতে পারে। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনটি বাংলাদেশে চুক্তি বিষয়ক প্রধান আইন। *ইংলিশ কন্ট্র্যাক্ট ল'* এবং ব্রিটিশ-ভারতীয় চুক্তি আইনের আলোকে উনিশ শতকে এই আইনটি প্রণয়ন করা হয় এবং স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে এটি পুনঃপ্রণয়ন হয়। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ১৯১ ধারা অনুযায়ী,"*কোনো এজেন্সির কাজে সাব-এজেন্ট মূল এজেন্ট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তার নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন।*" যথাযথভাবে নিযুক্ত সাব-এজেন্ট এবং এজেন্ট কর্তৃক প্রিন্সিপাল বা মালিকের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে উক্ত আইনের ১৯২ ধারা বিধান দিয়েছে এবং তাদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। ১৯২ ধারার বিধান অনুযায়ী, "*যেখানে কোনো সাব-এজেন্ট যথাযথভাবে নিযুক্ত হন, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে উক্ত সাব-এজেন্ট দ্বারা প্রিন্সিপাল বা মালিকের প্রতিনিধিত্ব করা হয় এবং তিনি মালিক কর্তৃক নিযুক্ত কোনো এজেন্ট হলে কাজের জন্য যে রকম বাধ্য ও দায়ী হতেন সে রকম বাধ্য ও দায়ী হয়ে হবেন। সাব-এজেন্টের কাজের জন্য প্রিন্সিপাল বা মালিকের নিকট এজেন্ট দায়ী হবেন। সাব-এজেন্ট তার কাজের জন্য এজেন্টের নিকট দায়ী হবেন কিন্তু প্রতারণা বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভ্রম ব্যতিরেকে মালিকের নিকট দায়ী হবেন না।*" বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩-এ সাব এজেন্টের অধিকার ও দায়-দায়িত্বসমূহ এবং চুক্তি লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিধানসমূহ ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন-এর ধারার ভিত্তিতে সুনির্ধারিত করা যেতে পারে।

সিদ্দিকী এবং আবরার (২০১৯) তাদের "*Making Dalals Visible*" বইয়ে সাব-এজেন্টদের পরিচয়পত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাব্য মডেল নির্ধারণ করেছেন। এগুলো হলো (ক) জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক নিবন্ধন, (খ) জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত এবং বিএমইটি দ্বারা নিবন্ধন এবং (গ) বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস (বায়রা) কর্তৃক নিবন্ধন। তিনটি পদ্ধতির মধ্যে সিদ্দিকী এবং আবরার বায়রা কর্তৃক পরিচয়পত্র সরবরাহের তৃতীয়

পদ্ধতিটিকে সমর্থন করেছেন যেখানে বিএমইটি চূড়ান্তভাবে সাব-এজেন্ট এবং রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সম্মিলিত ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত *পার্লামেন্টারি ককাস* বিএমইটি কর্তৃক সাব-এজেন্টদের নিবন্ধিকরণ প্রক্রিয়া তথা প্রথম পদ্ধতির প্রতি অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং শ্রম অভিবাসন সম্পর্কিত *পার্লামেন্টারি ককাস* সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে রামরু সাব-এজেন্টদের নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে আগের মডেলগুলোকে পুনরায় সংগঠিত করেছে। এখানেও রামরু তিনটি পদ্ধতির পরামর্শ দেয়, তবে সব পদ্ধতিতেই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিএমইটি'ই মূল নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে থাকবে। পদ্ধতি/মডেল ১ এবং ২ অনেকটা একই ধরণের। প্রথম মডেলটি রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি দ্বারা নিবন্ধিকরণ, দ্বিতীয় মডেলটি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) কর্তৃক আবেদনপত্রের প্রক্রিয়াকরণ শেষে বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধিকরণ এবং তৃতীয় মডেলটি হলো বায়রা কর্তৃক মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি দ্বারা নিবন্ধিকরণের।

মডেল ১

রিক্রুটিং এজেন্সি দ্বারা মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধধিকরণ:

সম্প্রতি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বিএমইটি সাব-এজেন্টদের পরিচয়পত্র সরবরাহ করার জন্য একটি সহজ পদ্ধতির পরামর্শ দিয়েছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো পৃথকভাবে ৬৪টি জেলায় ২০ জন করে সাব-এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবে। তবে সকল সাব-এজেন্টদের ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করা এবং ছাড়পত্র সরবরাহ করতে হবে। স্বতন্ত্রভাবে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো তাদের সাব-এজেন্টদের তালিকা বিএমইটিতে প্রদান করবে। এই সহজ মডেলটিতে কিছু সমস্যা রয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিবাসী কর্মী রিক্রুট করতে পারে। অনুমোদিত এই ২০ জন সাব-এজেন্ট সকল এলাকায় কাজ করার জন্য যথাযোগ্য নাও হতে পারে। তাই এ পরিস্থিতিতে সাব-এজেন্টদের অধীনে আরোও সাব-এজেন্ট নিয়োগের পদ্ধতি চালুর সুযোগ রয়েছে। তা এড়াতে আমাদের পরামর্শ হলো, রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যতজন সাব-এজেন্ট চাইবে ততজন তারা নিয়োগ করতে পারবে; তবে বিএমইটি কর্তৃক নির্ধারিত একটি মাপকাঠির ভিত্তিতে তাদের নির্বাচন করতে হবে। প্রতিনিধি বা সাব-এজেন্টের নাম, ঠিকানা এবং প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বছরের শুরুতেই বিএমইটি-কে সরবরাহ করতে হবে। এরপর বিএমইটি যথাযথ প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্টকে একটি অনলাইন ডাটাবেজে তালিকাভূক্ত করবে। যদি কোন রিক্রুটিং এজেন্সি এমন কোনো সাব-এজেন্টকে নিয়োগ করে, যাকে বিএমইটি তালিকাভূক্ত করেনি, সেক্ষেত্রে বিএমইটি সেই রিক্রুটমেন্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে ছাড়পত্র প্রদান করবে না। বিএমইটি-র ছাড়পত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নম্বর এবং নামের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্টের নাম ও নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে রিক্রুটমেন্টে কোন ধরনের প্রতারণা সংঘটিত হলে সাব-এজেন্ট এবং রিক্রুটিং এজেন্সি উভয়েই দায়ী হবে।

একই সাথে রিক্রুটিং এজেন্সি তৃণমূল থেকে কোনো সাব-এজেন্টের সাহায্য ছাড়াও রিক্রুট করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতারণা ঘটলে বা নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে অভিবাসী কর্মী ফেরত এলে কেবলমাত্র রিক্রুটিং এজেন্সি

দায়ী থাকবে। রিক্রুটিং এজেন্সি দ্বারা মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধন প্রদানের প্রস্তাবিত ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) বিএমইটি অফিসে সাব-এজেন্ট নিবন্ধন সেল স্থাপন:

বিএমইটি অফিসে একটি সাব-এজেন্ট নিবন্ধন সেল স্থাপন করতে হবে। সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মীদের নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

(খ) সাব-এজেন্টদের তালিকাভূক্তির জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ:

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বায়রা, বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি সাব-এজেন্ট হিসেবে মনোনীত হওয়ার মানদণ্ড নির্ধারণ করবে। একজন সাব-এজেন্ট একইসাথে একাধিক রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে নিবন্ধিত হতে পারেন। যাদের অপরাধমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্ব রেকর্ড রয়েছে তাদের নিবন্ধনের জন্য আবেদনের অনুমতি দেওয়া অনুচিত। সংশ্লিষ্ট জেলায় সাব-এজেন্টদের একটি স্থায়ী ঠিকানা থাকতে হবে। তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকাও আবশ্যক। প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির সাব-এজেন্ট হিসেবে পুনঃআবেদনের ক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম সময়ের জন্য নিষেধাজ্ঞার বিধান থাকবে। একটি *অনলাইন ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম* তৈরি করতে হবে যেখানে রিক্রুটিং এজেন্সীর অধীনে সকল সাব-এজেন্টদের তালিকাভূক্ত করা হবে। প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্সির পৃথক তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে, যেখানে বিএমইটি থেকে ছাড়পত্রপ্রাপ্ত সাব-এজেন্টদের নাম উল্লেখিত থাকবে। অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকাভূক্ত সাব-এজেন্ট জালিয়াতির অভিযোগে ধরা পড়লে তাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য একটি বার্ষিক *ক্রস-চেক* কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সহজ কথায়, কোনো সাব-এজেন্ট যদি কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে জালিয়াতি করেছে বলে একটি যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তবে উক্ত সাব-এজেন্টের নাম অন্য সকল রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা থেকে বাদ দেওয়া আবশ্যক। বিএমইটি সকল রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে উক্ত প্রতারক সাব-এজেন্ট সম্পর্কে অবহিত করবে।

(গ) স্বতন্ত্র আইডি নম্বরসহ সম্বলিত রেজিস্ট্রেশান কার্ড:

নিবন্ধিত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি কর্তৃক একটি স্বতন্ত্র রেজিস্ট্রেশান নাম্বার সম্বলিত পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। সাব-এজেন্টকে তার কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় পরিচয়পত্র প্রদর্শনের করতে হবে যাতে অভিবাসন প্রত্যাশিরা সাব-এজেন্টের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে। অভিবাসন প্রত্যাশি বা তাদের পরিবার সদস্যগণ বিএমইটি-র অনলাইন তালিকা থেকেও সাব-এজেন্টের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করতে সক্ষম হবেন।

(ঘ) বিএমইটি কর্তৃক অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ:

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বিএমইটি-কে সাব-এজেন্ট সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করতে হবে। বিএমইটি প্রতিটি সাব-এজেন্টের তথ্য অনলাইনে সংরক্ষণ করবে; এর মধ্যে নাম, স্থায়ী ঠিকানা, লিঙ্গ, নিয়োজিত থাকার সময়কাল, ক্রিমিনাল রেকর্ড এবং জাতীয় পরিচয় পত্র

নম্বর অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে। সাব-এজেন্টদের তথ্য সংরক্ষণের কাঠামো এমন হওয়া উচিত যেখানে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত তাদের তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। যে কোন সম্ভাব্য অভিবাসী বিএমইটি-র পোর্টাল থেকে সাব-এজেন্টের তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন।

(ঙ) সাব-এজেন্টদের ইউনিয়ন-ভিত্তিক অনলাইন তথ্যর বার্ষিক হালনাগাদ:

প্রতি বছর বিএমইটি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে সাব-এজেন্টদের ইউনিয়নভিত্তিক তালিকা হালনাগাদ করার জন্য পৃথকভাবে চিঠি প্রেরণ করবে। অনলাইন ডাটাবেজও সে অনুযায়ী হালনাগাদ করা আবশ্যক।

(চ) আইনসম্মত রিক্রুটমেন্টের জন্য সাব-এজেন্টদের গাইডলাইন প্রদান:

কোনটি আইনসম্মত রিক্রুটমেন্ট এবং কোনটি বেআইনী রিক্রুটমেন্ট ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ তার ওপর ভিত্তি করে উপরে বর্ণিত কমিটি সাব-এজেন্টদের জন্য একটি সহজ গাইডলাইন প্রস্তুত করবেন। ।

(ছ) রিক্রুটিং এজেন্সি এবং সাব-এজেন্টদের প্রশিক্ষণ:

সাব-এজেন্টদেরকে বৈধ রিক্রুটমেন্টের শর্তাবলীর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সাব-এজেন্টদের গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাইয়ের বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে প্রশিক্ষণ দেওয়া আবশ্যক।

(জ) বিএমইটি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

সালিসের দায়িত্বে থাকা বিএমইটি-র কর্মকর্তাদের প্রতি বছরে একবার প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রশিক্ষণ ন্যায় বিচারের মর্মবাণী এবং ন্যায় বিচারের অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞানকে অন্তর্ভূক্ত করবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিএমইটি কর্মকর্তাদের এ জাতীয় প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস অর্গানাইজেশন (এনএলএসও)-এর কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করতে পারে।

(ঝ) বিএমইটি-র ছাড়পত্রের জন্য আর/এ-এর আবেদনে সাব-এজেন্টদের পরিচয়পত্র অন্তর্ভূক্তকরণ:

বিএমইটি-র বর্তমান ছাড়পত্রটি নতুন সংস্করণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে হবে, যেখানে রিক্রুটিং এজেন্সি একটি নির্দিষ্ট স্থানে সাব-এজেন্টের নাম এবং তার নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করবে। যদি রিক্রুটিং এজেন্সি কোনো সাব-এজেন্ট নিয়োগ না করে থাকে তবে তা ছাড়পত্রের ফর্মে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। সেক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সি যে কোনো অসদাচরণের জন্য পুরোপুরি দায়ী থাকবে। যদি কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে সাব-এজেন্টকে সম্পৃক্ত করে, তবে বিএমইটি নির্ধারিত ছাড়পত্রের ফর্মে উক্ত সাব-এজেন্টের নাম এবং তার স্বতন্ত্র নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করা আবশ্যক।

(ঞ) সংক্ষুব্ধ পক্ষ কর্তৃক অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি:

যদি কোনো অভিবাসী বা সম্ভাব্য অভিবাসীর কোনো সাব-এজেন্ট অথবা কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, তবে সালিশের জন্য বিএমইটি বরাবর অভিযোগ দাখিল করার যে পদ্ধতি, এক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষের আদালতে মামলা দায়েরের

মাধ্যমে বা এনএলএসও-র মাধ্যমে আইনী প্রতিকার পাওয়ার অধিকারও থাকবে। অভিবাসীদের অভিযোগ দাখিলের জন্য বিএমইটি-র একটি নির্ধারিত আবেদন ফর্ম থাকা উচিত। সেই ফর্মটিতে রিক্রুটিং এজেন্সির পাশাপাশি সাব-এজেন্টের নাম উল্লেখ করার জন্য নির্ধারিত স্থান থাকা আবশ্যক। ফর্মটি অনলাইনে সহজলভ্য করতে হবে।

(ট) তদন্ত পরিচালনার পদ্ধতি:

বিএমইটি দ্বারা তদন্ত পরিচালনার বর্তমান পদ্ধতিটি আরও জোরদার করতে হবে। ডেমো কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আইনী জ্ঞানসম্পন্ন এনজিও প্রতিনিধিকেও তদন্ত প্রক্রিয়ার অংশ করা যেতে পারে।

(ঠ) সালিশ পরিচালনার পদ্ধতি:

বিএমইটি-র সালিশ পরিচালনার জন্য নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে। যদি রিক্রুটিং এজেন্সি কোনো সাব-এজেন্টকে সম্পৃক্ত করে থাকে, তবে উক্ত সাব-এজেন্টকেও সালিশে তলব করা উচিত। বিএমইটি-তে সালিশ পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনের ডিগ্রিধারী হওয়া আবশ্যক। সালিশ মূল্যায়নের জন্য বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত একটি যথাযথ ব্যবস্থা থাকা উচিত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সালিশ মূল্যায়নের জন্য একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত। সালিশ সম্পন্ন হওয়ার পর সালিশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য প্রত্যেক অভিবাসীর একটি গোপনীয় ফর্ম পূরণ করতে পারে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে সালিশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে কি না তার পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে পারেন।

(ড) অভিবাসীদের প্রতিনিধি:

বিএমইটি-এর অধীন সালিশ প্রক্রিয়ায় সালিশকার ছাড়াও সংক্ষুব্ধ অভিবাসীদের প্রতিনিধি নিযুক্তির বিধান করা যেতে পারে। বর্তমানে সংক্ষুব্ধ অভিবাসীদের চাহিদানুযায়ী বিএমইটি সালিশ প্রক্রিয়ায় এনজিওগুলোকে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়। রামরু এই ব্যবস্থাটিকে আরো আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক করার পরামর্শ দেয়। শ্রম আদালত এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হতে পারে। ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ২১৪ ধারা অনুযায়ী, একজন চেয়ারম্যান এবং তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য দু'জন সদস্য নিয়ে শ্রম আদালত গঠিত হয়। উক্ত ধারার বিধান অনুযায়ী, দুইজন সদস্যদের একজন শ্রমিকদের প্রতিনিধি হন এবং অপরজন নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে এরুপ প্রতিনিধিদের দু'টি প্যানেল গঠন করেন। প্রতি দুই বছরে ছয় সদস্য বিশিষ্ট এরুপ প্রতিটি প্যানেল পুনর্গঠিত হয়ে থাকে। বিএমইটি-এর সালিশ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এরুপ বিধান অনুসরণ করা যেতে পারে।

(ঢ) দোষী সাব্যস্ত হওয়া সাপেক্ষে নিবন্ধন বাতিলকরণ:

বিএমইটি-এর হাতে সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন বাতিলকরণ এবং পুনঃনিবন্ধনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা থাকা উচিত।

(ণ) **শাস্তি:**

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ ধারার বিধান অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য জরিমানাসহ যে শাস্তির বিধান রয়েছে একই অপরাধের ক্ষেত্রে সাব-এজেন্টদেরকেও তার আওতাভূক্ত হতে হবে।

(ত) **সাব-এজেন্ট কর্তৃক আপীল দায়েরের বিধান:**

যেকোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে রিক্রুটিং এজেন্সি এবং সাব-এজেন্ট কর্তৃক উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়েরের বিধান থাকা আবশ্যক।

প্রথম মডেল-এর প্রশাসনিক কাঠামো

বিএমইটি প্রধান কার্যালয়ে সাব-এজেন্টদের নিবন্ধনের লক্ষ্যে পরিচালক, ইমিগ্রেশন/ সালিশের অধীনে একটি বিভাগ গঠন করতে হবে। এই বিভাগে কমপক্ষে তিনজন কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে। তারা হলেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইটি কর্মকর্তা এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা। প্রশাসনিক কর্মকর্তা অফিস পরিচালনা এবং তার হিসাবরক্ষণ, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল, কর্মচারীদের বেতন প্রদান ইত্যাদি কার্যাবলী পরিচালনা করবেন। প্রোগ্রাম অফিসার সরাসরি এবং অনলাইনে উভয় ভাবেই আবেদন গ্রহণ করবেন। প্রোগ্রাম অফিসার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবেও কাজ করবেন। তিনি বিএমইটি দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে আবেদনকারীদেরও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করবেন। আইটি অফিসার রেজিস্টার্ড সাব-এজেন্টদের অনলাইন তালিকা সংরক্ষণ করবেন। আগের বছরের তালিকাভূক্ত সাব-এজেন্টদের বহাল রাখতে অথবা কাউকে তালিকা থেকে বাদ দিতে চায় কিনা এটি অনুসন্ধান করতে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবছর রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর সাথে একটি জরিপ পরিচালনা করবেন। একই জরিপে আরও অনুসন্ধান করা আবশ্যক যে, পরবর্তী বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি সাব-এজেন্টদের আরও কিছু নতুন নাম নিবন্ধনের জন্য তালিকাভূক্ত করতে চায় কিনা। জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নতুন নামগুলো গ্রহণ করবে এবং আইডি নম্বরসহ নিবন্ধন প্রদান করবে। আইটি অফিসার অনলাইন তালিকা বার্ষিক ভিত্তিতে আপডেট করবেন।

মডেল ২

জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) কর্তৃক নিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ:

দ্বিতীয় মডেলও বিএমইটি-কে নিবন্ধনের দায়িত্ব প্রদান করেছে; তবে সাব-এজেন্টদের নাম সরবরাহ করার ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির পরিবর্তে জেলা পর্যায়ের ডেমো অফিসের মাধ্যমে প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণের পদ্ধতি তৈরি করতে হবে। বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য কর্মী রিক্রুটমেন্টের যে কোনো কাজ পরিচালনা করতে চাইলে জেলা পর্যায়ে ডেমো অফিসে আবেদন করতে হবে। ডেমো অফিস সাব-এজেন্টদের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করবে এবং উত্তীর্ণদের তালিকা বিএমইটি বরাবর দাখিল করবে। এরপর বিএমইটি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্টকে *অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে* তালিকাভূক্ত করবে। রিক্রুটিং এজেন্সি অ-নিবন্ধিত কোনো সাব-এজেন্টকে কাজে লাগালে বিএমইটি সেই নির্দিষ্ট রিক্রুটমেন্টের ছাড়পত্র প্রদান করবে না। বিএমইটির ছাড়পত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির নাম ও নিবন্ধন নম্বরের সাথে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্টের নাম ও নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে কোনো প্রতারণার ঘটনা ঘটলে সাব-এজেন্ট এবং রিক্রুটিং এজেন্সি উভয়েই দায়ী থাকবে। একই সঙ্গে রিক্রুটিং এজেন্সি তৃণমূল থেকে কোনো সাব-

এজেন্টের সহায়তা না নিয়েও রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতারণা সংঘটিত হলে বা অভিবাসী নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বেই ফিরে আসতে বাধ্য হলে কেবল রিক্রুটিং এজেন্সি দায়ী থাকবে।

ডেমো অফিস কর্তৃক মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধন প্রদানের পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

(ক) ডেমো অফিসে সাব-এজেন্ট সেল স্থাপন:

ডেমো অফিসগুলোতে সাব-এজেন্ট সেল স্থাপন করতে হবে। সাব-এজেন্টের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ প্রক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

(খ) আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া:

বিএমইটি নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করে ডেমো অফিসগুলোকে সাব-এজেন্টের আবেদন পদ্ধতি এবং মানদণ্ডের বর্ণনা উল্লেখপূর্বক সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। জেলা পর্যায়ে ডেমো অফিসে নিবন্ধনের জন্য সাব-এজেন্টদের আহ্বান করার লক্ষ্যে উপজেলাসমূহে ইউএনও অফিসে পোস্টার সাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যদি কেউ নিবন্ধন ব্যতীত রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কোনো কাজ পরিচালনা করে তবে তার জন্য নির্ধারিত শাস্তির কথাও পোস্টারে উল্লেখ করা থাকবে। নিবন্ধিত সাব-এজেন্টদের তালিকা ইউএনও অফিস, বিএমইটি ওয়েবসাইটের পাশাপাশি *এটুআই(a2i)*-এর অধীন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোতেও থাকবে।

(গ) বিএমইটি কার্যালয়ে সাব-এজেন্ট নিবন্ধন সেল স্থাপন:

বিএমইটি-তে একটি সাব-এজেন্ট নিবন্ধন সেল স্থাপন করতে হবে। সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

(ঘ) সাব-এজেন্টদের তালিকাভুক্তির জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ:

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বায়রা, বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি সাব-এজেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মানদণ্ড নির্ধারণ করবে। যাদের বিরুদ্ধে অপরাধে জড়িত হওয়ার রেকর্ড রয়েছে তাদের নিবন্ধনের আবেদন করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া অনুচিত। সংশ্লিষ্ট জেলায় সাব-এজেন্টদের স্থায়ী ঠিকানা থাকতে হবে। তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকা আবশ্যক। প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণিত হলে উক্ত সাব-এজেন্ট কর্তৃক পুনঃআবেদনের ক্ষেত্রে একটি সর্বনিম্ন মেয়াদের নিষেধাজ্ঞার বিধান থাকতে হবে। একটি *অনলাইন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম* তৈরী করতে হবে যেখানে নিবন্ধিত সাব-এজেন্টের নাম ও ঠিকানা তুলে ধরা হবে। সাব-এজেন্ট নিয়োগের পূর্বে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর জন্য বিএমইটি-র ওয়েবসাইট পরিদর্শন করা আবশ্যক।

(ঙ) স্বতন্ত্র আইডি নম্বরসহ নিবন্ধন কার্ড:

নিবন্ধিত সাব-এজেন্টদেরকে বিএমইটি কর্তৃক একটি বিশেষ পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হবে। পরিচয়পত্রটিতে সাব-এজেন্ট নিবন্ধিত হওয়ার সময়কালের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। কোনো সাব-এজেন্টের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ দায়ের না হয়, তবে পাঁচবছর পর্যন্ত বার্ষিকভাবে *অটো*

রিনিউয়াল করা যেতে পারে। সাব-এজেন্টকে এমন কোনো দৃশ্যমান স্থানে নিবন্ধনপত্র প্রদর্শন করতে হবে যেখানে তিনি তার সেবা পরিচালনা করবেন। এর ফলে সম্ভাব্য অভিবাসীরা উক্ত প্রতিনিধি/সাব-এজেন্টের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। এছাড়াও সম্ভাব্য অভিবাসী বা তার পরিবার বিএমইটি-র অনলাইন তালিকা থেকে সাব-এজেন্টের সত্যতা যাচাই করতে সক্ষম হবেন।

(চ) বিএমইটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইনে সংরক্ষণ:

ডেমো অফিসগুলো বিএমইটি-কে সাব-এজেন্ট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সরবরাহ করবে। বিএমইটি প্রতিটি সাব-এজেন্টের তথ্য অনলাইনে সংরক্ষণ করবে; এর মধ্যে নাম, স্থায়ী ঠিকানা, লিঙ্গ, নিয়োজিত থাকার সময়কাল, ক্রিমিনাল রেকর্ড এবং জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে। সাব-এজেন্টদের তথ্য সংরক্ষণের কাঠামো এমন হওয়া উচিত যাতে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত তথ্য এর আওতাভূক্ত হয়। যে কোনো সম্ভাব্য অভিবাসী বিএমইটি পোর্টাল থেকে সাব-এজেন্ট সংক্রান্ত তথ্য পরিদর্শন করতে সক্ষম হবেন।

(ছ) সাব-এজেন্টদের ইউনিয়নভিত্তিক তালিকা বার্ষিক ভিত্তিতে হালনাগাদ:

প্রতি বছর সাব-এজেন্টদের ইউনিয়ন ভিত্তিক তালিকা হালনাগাদ করার জন্য বিএমইটি জেলা পর্যায়ের ডেমো অফিসকে চিঠি পাঠাবে। সে অনুযায়ী অনলাইন ডাটাবেজও হালনাগাদ হওয়া আবশ্যক।

(জ) আইনানুগ রিক্রুটমেন্টের জন্য সাব-এজেন্টদের গাইডলাইন প্রদান:

কোনটি আইনী ও বেআইনী রিক্রুটমেন্ট এবং কোনটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তার ওপর ভিত্তি করে উপরে বর্ণিত কমিটি সাব-এজেন্টদের জন্য একটি নমুনা গাইডলাইন প্রস্তুত করে দেবে।

(ঝ) সংশ্লিষ্ট ডেমো কর্মকর্তা এবং সাব-এজেন্টদের প্রশিক্ষণ:

বৈধ রিক্রুটমেন্টের শর্তাবলী ও সাব-এজেন্টদের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের বিষয়ে ডেমো কর্মকর্তা এবং সাব-এজেন্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক।

(ঞ) বিএমইটি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

সালিশের দায়িত্বে থাকা বিএমইটি কর্মকর্তাদের প্রতি বছরে একবার প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ন্যায়বিচারের মর্মবাণী এবং ন্যায়বিচারের অধিকার সংক্রান্ত জ্ঞান এই প্রশিক্ষণের আওতাভূক্ত হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিএমইটি কর্মকর্তাদের এ জাতীয় প্রশিক্ষণে ন্যাশনাল লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস অর্গানাইজেশন (এনএলএসও)-এর কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করতে পারে।

(ট) বিএমইটি ছাড়পত্রের জন্য আর/এ-এর আবেদনে সাব-এজেন্টদের আইডি অন্তর্ভূক্তকরণ:

বিএমইটি-র বর্তমান ছাড়পত্রটি নতুন সংস্করণ দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে; যেখানে রিক্রুটিং এজেন্সি একটি নির্দিষ্ট স্থানে সাব-এজেন্টের নাম ও নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করবে। যদি রিক্রুটিং এজেন্সি কোনো সাব-এজেন্ট নিয়োগ না করে থাকে তবে তা ছাড়পত্রের ফর্মে স্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকতে হবে।

সেক্ষেত্রে যে কোনো অসদাচরণের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সি পুরোপুরি দায়ী হবে। রিক্রুটমেন্টে সাব-এজেন্ট সম্পৃক্ত থাকলে বিএমইটি নির্ধারিত ছাড়পত্রের ফর্মে সাব-এজেন্টের নাম ও তার স্বতন্ত্র নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করা আবশ্যক।

(ঠ) সংক্ষুব্ধ পক্ষ কর্তৃক অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি:

যদি কোনও অভিবাসী বা সম্ভাব্য অভিবাসীর কোনো সাব-এজেন্ট বা রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, তবে সালিশের জন্য বিএমইটি-র কাছে অভিযোগ দায়েরের যে পদ্ধতি সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষের আদালতের মাধ্যমে বা এনএলএসও-র মাধ্যমে আইনী প্রতিকারের অধিকারও থাকবে। অভিবাসীদের অভিযোগ দাখিলের জন্য বিএমইটি-র একটি নির্ধারিত আবেদন ফর্ম থাকবে। সেই ফর্মে রিক্রুটিং এজেন্সির পাশাপাশি সাব-এজেন্ট এবং ডেমো কর্মকর্তাদের নাম উল্লেখ করার জন্য স্থান থাকা আবশ্যক। অনলাইনে ফর্মটির সহজলভ্যতা থাকতে হবে।

(ড) তদন্ত পরিচালনার পদ্ধতি

বিএমইটি কর্তৃক তদন্ত পরিচালনার বর্তমান পদ্ধতিটি আরও জোরদার করতে হবে। ডেমো কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আইনগত জ্ঞানসম্পন্ন এনজিও প্রতিনিধিকেও তদন্ত দলের অংশ করা যেতে পারে।

(ঢ) সালিশ পরিচালনার পদ্ধতি:

বিএমইটি-র সালিশ পরিচালনার নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। যদি রিক্রুটিং এজেন্সি কোনো সাব-এজেন্টকে সম্পৃক্ত করে থাকে, তবে তাকেও সালিশে তলব করা উচিত। সালিশে বিএমইটি কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিগণের আইন বিষয়ে ডিগ্রিধারী হওয়া আবশ্যক। সালিশ মূল্যায়নের জন্য বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত একটি যথাযথ ব্যবস্থা থাকা উচিত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সালিশ মূল্যায়নের জন্য একটি ব্যবস্থা থাকা উচিত। সালিশ সম্পন্ন হওয়ার পর, সালিশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য প্রত্যেক অভিবাসীর একটি গোপনীয় ফর্ম পূরণের সুযোগ থাকা উচিত। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই মূল্যায়নকে বিবেচনা করে সালিশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলো কিনা তার পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

(ণ) অভিবাসীদের প্রতিনিধি:

বিএমইটি-এর অধীন সালিশ প্রক্রিয়ায় সালিশকার ছাড়াও সংক্ষুব্ধ অভিবাসীদের প্রতিনিধি নিযুক্তির বিধান করা যেতে পারে। বিএমইটি সংক্ষুব্ধ অভিবাসীদের চাহিদানুযায়ী বর্তমানে সালিশ প্রক্রিয়ায় এনজিওগুলোকে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়। রামরুর পরামর্শ হচ্ছে, এই ব্যবস্থাটিকে আরো আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক করা। শ্রম আদালত এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হতে পারে। ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ২১৪ ধারা অনুযায়ী, একজন চেয়ারম্যান এবং তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য দু'জন সদস্য নিয়ে শ্রম আদালত গঠিত হয়। উক্ত ধারার বিধান অনুযায়ী, দুইজন সদস্যদের একজন শ্রমিকদের প্রতিনিধি হন এবং অপরজন নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে এরুপ প্রতিনিধিদের দু'টি প্যানেল গঠন করেন। প্রতি দুই বছরে ছয় সদস্য বিশিষ্ট এরুপ প্রতিটি প্যানেল পুনর্গঠিত হয়ে থাকে। বিএমইটি-এর সালিশ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এরুপ বিধান অনুসরণ করা যেতে পারে।

(ত) দোষী সাব্যস্ত হওয়া সাপেক্ষে নিবন্ধন বাতিলকরণ:

বিএমইটি-এর হাতে সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন বাতিলকরণ এবং পুনঃনিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা থাকা উচিত।

(থ) শাস্তি:

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ ধারার বিধান অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য জরিমানাসহ যে শাস্তির বিধান রয়েছে একই অপরাধের ক্ষেত্রে সাব-এজেন্টদেরকেও তার আওতায় আনতে হবে।

(দ) সাব-এজেন্ট কর্তৃক আপীলের পদ্ধতি:

যেকোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে রিক্রুটিং এজেন্সি এবং সাব-এজেন্ট কর্তৃক উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়েরের বিধান থাকা উচিত।

দ্বিতীয় মডেলের জন্য প্রশাসনিক কাঠামো

বিএমইটি কার্যালয়ে পরিচালক ইমিগ্রেশন/আরবিট্রেশন-এর অধীন সাব-এজেন্টদের নিবন্ধনের জন্য একটি বিভাগ খুলতে হবে। এই বিভাগের জন্য কমপক্ষে তিনজন কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে। তাদের একজন হবেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আরেকজন হবেন আইটি কর্মকর্তা এবং অপরজন হবেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিভাগের অফিস তত্ত্বাবধান, হিসাবরক্ষণ, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল এবং কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা করবেন। প্রোগ্র্যাম অফিসার সরাসরি ও অনলাইন মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল আবেদন গ্রহণ করবেন। প্রোগ্র্যাম অফিসার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন। বিএমইটি নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী তিনি আবেদনকারীদের যোগ্যতার মূল্যায়ন করবেন। আইটি কর্মকর্তা নিবন্ধিত সাব-এজেন্টদের অনলাইন তালিকা রক্ষণাক্ষেণ করবেন। তিনি বার্ষিক ভিত্তিতে উক্ত তালিকা হালনাগাদ করবেন।

আইন এবং আইটি বিষয়ে দক্ষতা সম্পন্ন দু'জন কর্মকর্তা নিয়ে জেলা ডেমো অফিসে একটি সেল গঠন করতে হবে। আইন বিষয়ে দক্ষ একজন প্রোগ্র্যাম অফিসার সাব-এজেন্টদের আবেদন গ্রহণ করবেন, তাদের গ্রহণযোগ্যতার মূল্যায়ন করবেন এবং বিএমইটি নির্ধারিত মানদণ্ড মোতাবেক তাদের যোগ্যতা নিশ্চিত করবেন। প্রোগ্র্যাম অফিসার সন্তুষ্ট হলে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আইটি বিষয়ক কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। আইটি বিষয়ক কর্মকর্তা তখন একটি অনলাইন আবেদন তৈরী করে বিএমইটি-এর সংশ্লিষ্ট বিভাগে দাখিল করবেন। রামরুর পর্যবেক্ষণ মতে, ডেমো অফিসের মাধ্যমে বিএমইটি-তে নিবন্ধিত একজন সাব-এজেন্টকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা উদ্ভূত হতে

পারে। প্রতারণার অভিযোগের ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সি বলতে পারে যে, তারা সাব-এজেন্টদের নিবন্ধনের প্রক্রিয়ায় ছিল না বলে সাব-এজেন্টদের কোনো অসদাচারণের দায়-দায়িত্ব তারা নেবে না। এক্ষেত্রে বিএমইটি দায় এড়াতে পারে না, যেহেতু তারা তাদের নিবন্ধন প্রদান ও তালিকা প্রণয়ন করেছে। তাই, এ দায় রিক্রুটিং এজেন্সির নয় বরং বিএমইটি-র।

মডেল ৩

বায়রা মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধন:

তৃতীয় মডেল অনুযায়ী, বিএমইটি কর্তৃক সাব-এজেন্টদের নিবন্ধনের জন্য বায়রা মনোনয়ন প্রদান করবে। এই মডেলটিকে কার্যকর করতে জেলা পর্যায়ে অফিসের প্রয়োজন হবে। সরকার ও এনজিওসমূহের দীর্ঘদিনের দাবি হলো, বায়রা তাদের প্রাতিষ্ঠানিকতার স্বার্থেই জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন করবে। বায়রার মাধ্যমে সাব-এজেন্টদের মনোনয়ন সেই সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে বায়রাকে জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন করতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে রিক্রুটিং এজেন্সির পক্ষে কাজ করার লক্ষ্যে নিবন্ধনের জন্য সাব-এজেন্টরা জেলা বায়রা অফিসে আবেদন করতে পারবেন। জেলা বায়রা অফিস বিএমইটি নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী আবেদনকারীদের যোগ্যতার মূল্যায়ন করে মনোনয়ন প্রদান করবে এবং তাদের আবেদন ঢাকাস্থ বায়রার উচ্চতর কোনো কেন্দ্রীয় দপ্তর বরাবর প্রেরণ করবে। বায়রা সাব-এজেন্টদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণের ভূমিকায় থাকবে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ সাব-এজেন্টদের তালিকা বিএমইটি বরাবর দাখিল করবে বায়রা। এরপর বিএমইটি উক্ত সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন প্রদান করবে। একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধন নম্বরসহ বিএমইটি নিবন্ধিত সাব-এজেন্টদের পরিচয়পত্র প্রদান করবে। সাব-এজেন্টদের উক্ত তালিকা বার্ষিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হবে। দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতেও উক্ত তালিকা হালনাগাদ করা হতে পারে এবং উক্ত তালিকা রিক্রুটিং এজেন্সি ও অভিবাসন প্রত্যাশী এবং অভিবাসী সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বায়রা-কে প্রদত্ত ফি-এর বিনিময়ে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সাব-এজেন্টদের পরিষেবা পাবে। প্রতারণার শিকার হলে সংক্ষুব্ধ অভিবাসীরা পুরো রিক্রুটমেন্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করতে পারবে। সংক্ষুব্ধ পক্ষ বিএমইটি-তে সালিশ, এনএলএসও-এর তত্ত্বাবধানে মধ্যস্থতা অথবা আদালতে মামলা দায়ের-এর যেকোনো একটি আইনগত পদ্ধতির শরণাপন্ন হয়ে প্রতিকার পেতে পারবেন। যদি রিক্রুটিং এজেন্সি ও সাব-এজেন্ট মনে করেন যে, শ্রম অভিবাসন চুক্তির আইনগত বাধ্যবাধকতার সঠিক ফলাফল তারা পাচ্ছেন না, তবে তাদের যে কেউ আইনী সহায়তার শরণাপন্ন হতে পারেন। সংক্ষুব্ধ পক্ষ বিএমইটি-এর সালিশের মাধ্যমে প্রতিকার চাইলে বিএমইটি-এর সালিশ সেল-এ অভিযোগ দাখিল করবেন। এক্ষেত্রে বিএমইটি যথাযথ পদ্ধতি ও পক্ষসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। সংক্ষুব্ধ পক্ষের জন্য বিএমইটি-এর সালিশ পদ্ধতির শরণাপন্ন হওয়া কোনমতেই এনএলএসও-এর মাধ্যমে মধ্যস্থতা এবং আদালতে মামলা দায়েরের অধিকার খর্ব করবে না।

যুগপৎভাবে সাব-এজেন্টদের সহায়তা ছাড়াও রিক্রুটিং এজেন্টসমূহ তৃণমূল পর্যায় থেকে রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রতারণা ঘটলে রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর পুরো দায় ন্যস্ত হবে। এই মডেলে বর্ণিত নিবন্ধন পদ্ধতিতে বিএমইটি এবং বায়রা এই দু’টি প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকবে।

সেক্ষেত্রে বিএমইটি ও বায়রা-কে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা আমরা একে একে আলোচনা করব।

বিএমইটি-কে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

(ক) বিএমইটি অফিসে সাব-এজেন্ট নিবন্ধন সেল প্রতিষ্ঠা:

বিএমইটি-তে একটি সাব-এজেন্ট নিবন্ধন সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিএমইটি সালিশ সেল-কে সালিশ বিভাগ হিসেবে রুপান্তরিত করতে হবে। সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সালিশ বিভাগের কাজের একটি অংশ হিসেবে গণ্য হতে পারে। এই লক্ষ্যে বিশেষ লোকবল নিয়োগ প্রদান এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ:

সাব-এজেন্ট হিসেবে ভূমিকা পালনের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য বিএমইটি একটা মানদণ্ড নির্ধারণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বায়রা, আইনবিদ, অভিবাসনবিদ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে। অতীতে অপরাধ সংঘটনের রেকর্ড রয়েছে এমন কোনো ব্যক্তির সাব-এজেন্ট হিসেবে আবেদনে নিষেধাজ্ঞার বিধান থাকবে। সংশ্লিষ্ট জেলায় সাব-এজেন্টের একটি স্থায়ী ঠিকানা থাকবে এবং তার জাতীয় পরিচয়পত্র থাকবে। প্রতারণার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত সাব-এজেন্টের পুনঃনিবন্ধনের আবেদনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েক বছরের নিষেধাজ্ঞার বিধান থাকবে।

(গ) সাব-এজেন্টদের অনলাইন তালিকা:

ইউনিয়ন ভিত্তিক সাব-এজেন্টদের তালিকা বার্ষিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করার জন্য বিএমইটি বায়রা-কে চিঠি প্রদান করবে। অনলাইন তালিকাও যথানিয়মে হালনাগাদ করতে হবে। এসব তথ্য-উপাত্ত বিএমইটি-এর তত্ত্বাবধানেই সংরক্ষিত হওয়া উচিত। বিএমইটি হবে তথ্যভান্ডার তবে বায়রা-এর জেলা পর্যায়ের সকল অফিস এবং হেড অফিসের ওয়েবসাইটের সহজলভ্যতা থাকতে হবে।

(ঘ) রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া আইনগত উপায়ে সম্পাদনে সাব-এজেন্টদের জন্য গাইডলাইন:

উপরে উল্লিখিত কমিটি সাব-এজেন্টদের জন্য একটি সহজ গাইডলাইন প্রণয়ন করবেন, যা নির্ধারণ করবে রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়ায় সাব-এজেন্টদের জন্য কোনটা আইনগতভাবে সঠিক এবং কোনটা ভুল ও শাস্তিযোগ্য।

(ঙ) বায়রা ও রিক্রুটিং এজেন্সি'র কর্মকর্তা এবং সাব-এজেন্টদের প্রশিক্ষণ:

আইনসম্মত রিক্রুটমেন্ট বিষয়ে বায়রা ও রিক্রুটিং এজেন্সির কর্মকর্তা এবং সাব-এজেন্টদের প্রশিক্ষিত হতে হবে। সাব-এজেন্টদের যোগ্যতা ও ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাইয়ের বিষয়ে বায়রা জেলা অফিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত হতে হবে।

(চ) বিএমইটি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

সালিশকার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএমইটি কর্মকর্তাগণ বছরে একবার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। ন্যায়বিচারের সারমর্ম এবং ন্যায়বিচারের অধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান এই প্রশিক্ষণের অন্তর্ভূক্ত হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক মন্ত্রণালয় এরুপ প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (এনএলএসও)-এর কর্মকর্তাদের অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন।

(ছ) রিক্রুটিং এজেন্সির আবেদনে ও বিএমইটি-এর ছাড়পত্রে সাব-এজেন্টদের পরিচয়পত্র প্রদান:

বিএমইটি-এর ছাড়পত্র প্রদানের ফর্মটিতে কিছু পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে। যেখানে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো সাব-এজেন্টদের নাম ও নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবিদ্ধ করতে পারবে। যদি কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি কোনো সাব-এজেন্ট নিয়োগ না করে থাকে, তবে এরুপ ছাড়পত্রে সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকবে যে, কোনো সাব-এজেন্টকে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। এক্ষেত্রে কোনো প্রতারণা ও অনিয়মের ক্ষেত্রে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্সি পুরোপুরি দায়ী হবে। কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি রিক্রুটমেন্টের জন্য কোনো সাব-এজেন্ট নিয়োগ করলে তা সুনির্দিষ্টভাবে বিএমইটি নির্ধারিত ছাড়পত্রের ফর্মে উল্লেখ করতে হবে।

(জ) সংক্ষুব্ধ পক্ষ কর্তৃক অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি:

যদি কোনো অভিবাসী বা অভিবাসন প্রত্যাশী কেনো সাব-এজেন্ট অথবা রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাখিল করে, তবে সালিশের জন্য কোনো অভিযোগ দাখিল করলে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় এক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। এরুপ অভিযোগ দাখিলের পরেও সংক্ষুব্ধ পক্ষের আদালতে মামলা দায়ের অথবা এনএলএসও-এর মাধ্যমে আইনগত প্রতিকার পাওয়ার অধিকার খর্ব হবে না। বিএমইটি-তে সংক্ষুব্ধ অভিবাসী কর্তৃক অভিযোগ দাখিলের জন্য নির্ধারিত ফর্ম থাকতে হবে। এই ফর্মে রিক্রুটিং এজেন্সির পাশাপাশি সাব-এজেন্টের নাম উল্লেখ করার সুযোগ থাকবে। ফর্মটি অনলাইনে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

(ঝ) তদন্ত পদ্ধতি:

বিএমইটি-তে বর্তমানে প্রচলিত তদন্ত পদ্ধতি আরো জোরদার করতে হবে। ডেমো অফিসের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলার আইনগত বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন এনজিও প্রতিনিধি তদন্ত প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন।

(ঞ) সালিশের পদ্ধতি:

সালিশ প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বিএমইটি-এর নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সি কোনো সাব-এজেন্টকে সম্পৃক্ত করলে সালিশ প্রক্রিয়ায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সাব-এজেন্টকেও নির্দেশ প্রদান করা হবে। বিএমইটি-এর সালিশ প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির আইনগত জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া উচিত। বিএমইটি কর্তৃক সম্পাদিত সালিশসমূহের মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক উক্ত সালিশসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থা থাকা উচিত। সালিশ সম্পন্ন হওয়ার পর সংক্ষুব্ধ অভিবাসী কর্তৃক সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার জন্য

একটা গোপনীয় ফর্ম থাকা উচিত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত একজন কর্মকর্তা সালিশসমূহের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন এবং তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তার নজরদারি করবেন।

(ট) সংক্ষুব্ধ অভিবাসীর প্রতিনিধি:

বিএমইটি-এর অধীন সালিশ প্রক্রিয়ায় সালিশকার ছাড়াও সংক্ষুব্ধ অভিবাসীদের প্রতিনিধি নিযুক্তির বিধান করা যেতে পারে। বিএমইটি বর্তমানে সালিশ প্রক্রিয়ায় এনজিওগুলোকে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয় সংক্ষুব্ধ অভিবাসীদের চাহিদানুযায়ী। রামরুর পরামর্শ হচ্ছে, এই ব্যবস্থাটিকে আরো আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক করা। শ্রম আদালত এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হতে পারে। ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ২১৪ ধারা অনুযায়ী, একজন চেয়ারম্যান এবং তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য দু'জন সদস্য নিয়ে শ্রম আদালত গঠিত হয়। উক্ত ধারার বিধান অনুযায়ী, দুইজন সদস্যদের একজন শ্রমিকদের প্রতিনিধি হন এবং অপরজন নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে এরুপ প্রতিনিধিদের দু'টি প্যানেল গঠন করেন। প্রতি দুই বছরে ছয় সদস্য বিশিষ্ট এরুপ প্রতিটি প্যানেল পুনর্গঠিত হয়ে থাকে। বিএমইটি-এর সালিশ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এরুপ বিধান অনুসরণ করা যেতে পারে।

(ঠ) দোষী সাব্যস্ত হওয়া সাপেক্ষে নিবন্ধন বাতিলকরণ:

বিএমইটি-এর হাতে সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন বাতিলকরণ এবং পুনঃনিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা থাকা উচিত।

(ড) শাস্তি:

২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ ধারার বিধান অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য জরিমানাসহ যে শাস্তির বিধান রয়েছে একই অপরাধের ক্ষেত্রে সাব-এজেন্টদেরকেও তার আওতাভূক্ত হতে হবে।

(ঢ) সাব-এজেন্ট কর্তৃক আপীলের পদ্ধতি:

যেকোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে রিক্রুটিং এজেন্সি এবং সাব-এজেন্ট কর্তৃক উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়েরের বিধান থাকা উচিত।

সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে বায়রা-কে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে:

(ক) জেলা পর্যায়ে বায়রা-এর অফিস স্থাপন:

প্রতিটি জেলায় বায়রা-কে অফিস স্থাপন করতে হবে। সাব-এজেন্টদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য উক্ত অফিসসমূহে তিনজন করে কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে। তারা হবেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইটি কর্মকর্তা এবং প্রোগ্র্যাম অফিসার। বিএমইটি কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করে এই অফিসের কর্মকর্তাগণ মনোনীত সাব-এজেন্টদের নাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য বায়রা প্রধান

কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। বায়রা প্রধান কার্যালয় প্রাপ্ত নাম ও তথ্যাদি যাচাই করে তা নিবন্ধনের জন্য বিএমইটি বরাবর প্রেরণ করবে।

(খ) সাব-এজেন্ট কর্তৃক আবেদন দাখিল:

অধিকাংশ রিক্রুটিং এজেন্সির নিজস্ব সাব-এজেন্ট থাকে। তারা তাদের সাব-এজেন্টদের বায়রা জেলা অফিসে বিএমইটি-এর শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিবন্ধনের আবেদন দাখিলের জন্য বলতে পারে। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার অন্যান্য আগ্রহী সাব-এজেন্টদের আবেদনও জেলা বায়রা অফিস গ্রহণ করতে পারে।

(গ) সাব-এজেন্ট কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন যাচাই:

প্রোগ্রাম/তদন্তকারী কর্মকর্তা বিএমইটি নির্ধারিত মাপকাঠিতে আবেদনকারীদের যাচাই করবেন।

(ঘ) কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

প্রোগ্রাম/তদন্তকারী কর্মকর্তা বিএমইটি শর্তানুযায়ী প্রশিক্ষিত হবেন। তারা তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পাদনের ওপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হবেন।

(ঙ) অনলাইন ডাটাবেজ-এর জন্য প্রোগ্রাম:

প্রোগ্রাম/তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক কিছু আবেদনকারীকে মনোনয়ন প্রদান করলে আইটি কর্মকর্তা তাদের তথ্যাদি অনলাইনে সংরক্ষণ করবেন। এই উদ্দেশ্যে অনলাইন ডাটাবেজ-এর জন্য একটি যথাযথ প্রোগ্রাম তৈরী করতে হবে।

(চ) বায়রা হেড অফিস কর্তৃক যাচাই এবং বিএমইটি-তে দাখিল:

আসন্ন বছরের জন্য সাব-এজেন্টদের তালিকা হস্তান্তর করা বায়রা-এর সংশ্লিষ্ট শাখার কাজ। বছরের মাঝে প্রয়োজন সাপেক্ষে আরো কিছু সাব-এজেন্টকে তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করতে পারবে বায়রা।

(ছ) নিবন্ধিত সাব-এজেন্টদের অনলাইন ডাটা এবং যাচাইকরণ:

নিবন্ধিত সাব-এজেন্টদের ডাটা একটি পৃথক প্রোগ্রামে জেলা অফিসসমূহে সংরক্ষিত হবে। বিএমইটি-এর সাথে যৌথভাবে তারা উক্ত ডাটা সংরক্ষণ করবে। অভিবাসন প্রত্যাশী কারো জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে জেলা অফিসসমূহ এই ডটাবেজে গিয়ে সাব-এজেন্টদের যাচাই করবেন।

(জ) ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত সাব-এজেন্টদের নিয়োগ:

বায়রা কর্তৃক হস্তান্তরকৃত তালিকার ভিত্তিতে বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধিত সাব-এজেন্টদেরকেই কেবল কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি নিয়োগ করতে পারবেন। তাছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে সাব-এজেন্টদের সহায়তা ছাড়াও কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারবে। সাব-এজেন্টদের সেবা গ্রহণের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিদের বায়রা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত একটি ফি পরিশোধ করতে হবে।

(ঝ) **সাব-এজেন্টদের তালিকা বার্ষিক ভিত্তিতে হালনাগাদের পদ্ধতি:**

তদন্তকারী কর্মকর্তা বার্ষিক ভিত্তিতে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের মধ্যে একটি জরিপ পরিচালনা করবেন; যাতে তিনি জানার চেষ্টা করবেন গত বছর তালিকাভূক্ত সাব-এজেন্টদের সাথে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সি কাজ অব্যাহত রাখতে চায় কিনা বা তাদের কাউকে বাদ দিতে চায় কিনা। একই জরিপে এটাও অনুসন্ধান করা হবে যে, পরবর্তী বছরের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সি আরো সাব-এজেন্ট তালিকাভূক্ত করতে চায় কিনা। জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে বায়রা জেলা অফিসসমূহের আইটি বিষয়ক কর্মকর্তা বার্ষিক ভিত্তিতে তালিকাটি হালনাগাদ করবেন।

তৃতীয় মডেল-এর প্রশাসনিক কাঠামো

সাব-এজেন্টদের নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় সব কাজ পরিচালনার জন্য বায়রা'র জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে কমপক্ষে তিনজন কর্মকর্তা থাকতে হবে। তারা হলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইটি কর্মকর্তা এবং প্রোগ্রাম অফিসার। প্রশাসনিক কর্মকর্তা অফিস পরিচালনা, হিসাবরক্ষণ, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল এবং কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবেন। প্রোগ্রাম অফিসার সরাসরি এবং অনলাইনে উভয়ভাবেই আবেদন গ্রহণ করবেন। প্রোগ্রাম অফিসার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করবেন। তিনি বিএমইটি দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে আবেদনকারীদের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করবেন। আইটি কর্মকর্তা মনোনীত সাব-এজেন্টদের একটি অনলাইন তালিকা সংরক্ষণ করবেন এবং যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে বায়রা প্রধান কার্যালয়ে তা প্রেরণ করবেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বায়রা এটি বিএমইটি-তে প্রেরণ করবে। প্রক্রিয়াটিতে প্রাথমিকভাবে বড় আকারের অবকাঠামোগত বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। এ জাতীয় বিনিয়োগ করতে বায়রা অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। তবে সরকারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে বায়রা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। নিবন্ধন প্রদানের পাশাপাশি বায়রা সদস্যরা জেলা অফিসকে রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত আরও অনেক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, সম্ভাব্য প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা তাদের সদস্য সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

উন্নয়ন সহযোগী গোষ্ঠী শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের সাথে কাজ করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। যার ফলে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা সাপেক্ষে বায়রা'র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে একটি সুযোগ উন্মোচিত হতে পারে। সরকার প্রাথমিকভাবে জেলা অফিস স্থাপনেও অবদান রাখতে পারে। কারণ এই প্রক্রিয়াটি অবশ্যই রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়াকে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার দিকে নিয়ে যাবে। দীর্ঘমেয়াদে বায়রা'র অফিসগুলো স্বনির্ভর হবে। কারণ সাব-এজেন্ট এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর থেকে বিভিন্ন ফি আদায় করে তারা উপার্জন করতে পারবে।

উপসংহার:

প্রতিবেদনে সাব-এজেন্টদের পরিচয়পত্র সরবরাহের মাধ্যমে নিয়মিতকরণের তিনটি মডেল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো, রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি দ্বারা নিবন্ধিকরণ, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডেমো) কর্তৃক আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ শেষে বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধিকরণ এবং বায়রা কর্তৃক মনোনীত সাব-এজেন্টদের বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধিকরণ। প্রথম মডেলটি সহজে প্রয়োগযোগ্য বলে মনে হতে পারে। তবে এটি এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যেখানে একই সাব-

এজেন্ট ৫০ বা ততোধিক রিক্রুটিং এজেন্সির অধীনে নিবন্ধিত হবেন। ১৪০০ রিক্রুটিং এজেন্সির মধ্যে ৫০টিরও বেশি এজেন্সি একই সাব-এজেন্ট ব্যবহার করে থাকতে পারে।

রামরু দ্বিতীয় মডেলটিতে একটি বড় জটিলতা দেখতে পায়। এখানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যেখানে প্রতারণার ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে। এই মডেলটিতে সাব-এজেন্টরা ডেমো অফিসের মাধ্যমে বিএমইটি কর্তৃক নিবন্ধিত হন। এটিকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ দাবি করতে পারে যে, তারা সাব-এজেন্টের অসদাচরণের দায়ভার গ্রহণ করবে না। কারণ সাব-এজেন্টদের মনোনীত করার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। তাদের সাব-এজেন্টদের তালিকা বিএমইটি সরবরাহ করেছে। তাই দায় বিএমইটি-র উপর বর্তায়, রিক্রুটিং এজেন্সির ওপর নয়।

যদিও এটা একটা উচ্চাশা, তবু তৃতীয় মডেলে, যেখানে বায়রা তার জেলা অফিসগুলোর মাধ্যমে বা সরাসরি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে সাব-এজেন্টদের তালিকা তৈরি করে, সে ক্ষেত্রে তালিকায় সাব-এজেন্টদের একক প্রবেশ *(ওয়ান এন্ট্রি)* নিশ্চিত হবে এবং রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো তাদের প্রয়োজন মাফিক তাদের নিয়োগ করতে পারবে। এটি বিএমইটি-র কাজের চাপ হ্রাস করবে এবং একই সাথে সিস্টেমের জবাবদিহিতা বাড়াবে। এ ব্যবস্থায় প্রতারণার ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এই মডেলের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো, এখানে প্রাথমিকভাবে বায়রা'র ওপর বৃহৎ আকারের অবকাঠামোগত বিনিয়োগের ভার পড়বে। বায়রা এই বিনিয়োগে আগ্রহী হলে তা দীর্ঘমেয়াদে সংস্থাটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার দিকে এগিয়ে নেবে।

তথ্যসূত্রঃ

RMMRU (2017), *Experience of Fraudulence in Current Migration System* (Policy Brief No. 22), RMMRU Dhaka

Sidddiqui, T. and Abrar, C R (2019), *Making Dalals Visible: Towards Transparency in Recruitment.* Dhaka: RMMRU